দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিক্ষক নিয়োগ

সরকারী কলেজে শিক্ষক পদে শূন্যতা এক বড় দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পঠন-পাঠনের নিম্নমান এমনিতেই শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যাপক হতাশার কারণ হয়ে আছে। এ অবস্থায় শিক্ষক পদেও ঘাটতি দেখা দিলে অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিলাম। আশার কথা, সরকার বিষয়টিকে উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। জানা গেছে, এক সপ্তাহের মধ্যেই মোট আঠারো শ বত্রিশজন প্রভাষক নিযুক্ত হতে যাচ্ছেন। গণতান্ত্রিক সরকারের এ পদক্ষেপটি সর্বমহলেই অভিনন্দিত হবে বলে মনে করি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিগত আমলে বিভিন্ন বেসরকারী কলেজ সরকারী দায়িত্বে নেয়ার একটা হিড়িক শুরু হয়। সরকার দায়িত্ব গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় জনগণকে খুশি করলেও দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেননি বা নিতে পারেননি। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের ব্যর্থতা কলেজগুলোর পরিচালনা এবং শিক্ষার মান বজায় রাখা দুঃসাধ্য করে তোলে। এ সংকট মোচনের লক্ষ্যে সরকার চতুর্দশ বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতেই কথিত প্রভাষকদের নিয়োগ করা হচ্ছে। আশা করা যায়, এর ফলে সমস্যার সন্তোষজনক সুরাহা ঘটবে।

আমাদের কলেজগুলোর মধ্যে পঠন-পাঠনের মানের তারতম্য এক বেদনাদায়ক সত্য। সরকারী কলেজগুলো একই নিয়মের আওতায় পরিচালিত। ফলে সরকারী কলেজগুলোতে একই বা কাছাকাছি মান বিরাজ করবে এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। শিক্ষার মান সংক্রান্ত বৈষম্য নিরসনের অন্যতম পথ হচ্ছে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ। বর্তমান পদক্ষেপ কলেজগুলোর মধ্যকার বৈষম্য নিরসনেও সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি। তবে এ ক্ষেত্রে নেহাত প্রভাষক নিয়োগ পর্যাপ্ত কি-না, ভেবে দেখার অবকাশ আছে। প্রভাষক পদে ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের উচ্চতর পদগুলোর দিকেও নজর দেয়া দরকার।

এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় দুহাজার প্রভাষক নিযুক্তি অবশ্যই একটি উৎসাহজনক অগ্রগতি। তবে দেশের সরকারী কলেজসমূহের শিক্ষক-স্বল্পতা কাটানোর জন্যে এটাই পর্যাপ্ত কিনা তলিয়ে দেখতে হবে। আমরা মনে করি, যদি ঘাটতি আরো বেশি হয়ে থাকে, অনতিবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে তাও মিটিয়ে ফেলা দরকার। কেননা, এতে শিক্ষার মানোন্নয়ন যেমন সম্ভব হবে, তেমনি উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মনে আশাবাদ ও আস্থা ফিরিয়ে আনাও সহজ হবে। জাতি গঠনে এ পর্যায়ে এই আস্থার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব নানাভাবেই জাতীয় অগ্রগতিকে ব্যাহত করে থাকে।

বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার মাধ্যমে এখন যারা সরকারী কলেজে প্রভাষক হিসাবে নিযুক্ত হতে যাচ্ছেন আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের মহান দায়িত্বের কথা। জাতি আজ এক ক্রান্তিকাল পাড়ি দিতে চলেছে। যে সময়ের মূল কথাই হচ্ছে সব সংকট কাটিয়ে সমৃদ্ধ জীবনের ভিত রচনা। এক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষার যাবতীয় সংকট কাটিয়ে শিক্ষার মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনা এ সময়ের সবচেয়ে বড় চাওয়া।